শেখ হাসিনার গ্রেফতার এবং সংস্কার..

জসিম মল্লিক

১.

বেগম খালেদা জিয়া একজন অদক্ষ শাসক ছিলেন বলেই ১/১১ এর উদ্ভব হয়েছে। অতীতে তার অদক্ষতা, স্বৈরাচারী মনোভাব, অহংকার এবং তার দলের লোকদের দুর্নীতি সম্পর্কে যারাই প্রশ্ন তুলেছেন তাদেরকেই তিনি ষড়যন্ত্রকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাংবাদিকরা ছিলেন তার প্রধান শত্রু। এখন তিনি বিএনপির সংস্কারবাদীদের বিপক্ষে কঠিন অবস্থান নিয়েছেন। তাদেরকে বলছেন ষড়যন্ত্রকারী। প্রকারন্তরে তিনি তত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছেন। তার প্রমান তিনি শুরুতেই দিয়েছেন। তত্বাবধায়ক সরকারের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান তিনি বর্জন করেছেন। ২২ জানুয়ারীর একতরফা নির্বাচন বাতিল ও জরুরী অবস্থা জারী হওয়াকে তিনি যে মেনে নিয়েছেন এ কথা তার মুখে কোথাও শোনা যায়নি।

২২ জানুয়ারীর নির্বাচন করতে পারলে হাজার হজার কোটি টাকার যে দুর্নীতি তার দলের লোকেরা করেছে এবং তার পরিবারের লোকজন যেভাবে অভিযুক্ত হচ্ছে তার হাত থেকে রক্ষা পেতেন। অথচ এ রকম হওয়ার কথা ছিলনা। তার দলে সৎ এমপি এবং মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের কথা শোনেননি বা তাদের সঠিক মূল্যায়নও করেন নি। তিনি শুনেছেন তোষামোদকারীদের কথা, ক্ষমতা দিয়েছেন বাবর বা আলতাফ হোসেনের মতো দুর্নীতিবাজদের হাতে। পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে ভালো লোকদের পরামর্শে কর্ণপাত করেন নি। তার একটাই কারণ এইসব লোকরা দুর্নীতি করতেন না বা কমিশন ভাগাভাগি করতেন না।

তাই খালেদা জিয়া যাদের সবচেয়ে কাছে টেনে নিয়েছেন তারা প্রায় সবাই আজ হয় জেলে না হয় পলাতক। তার নিজের ছেলে তারেক রহমান জেলে। ছোট ছেলের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তার দুই ভাই ও ভাগ্নেদের বিরুদ্ধে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার স্ত্রী হিসাবে খালেদার বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ অত্যন্ত লজ্জার। কিন্তু তিনি নিজে মোটেও লজ্জিত বলে মনে হয় না। যদি তাই হতেন তাহলে এখনও তিনি ক্যান্টনমেন্টের সুরক্ষিত বাড়িতে বসে পুনরায় ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকতেন না। বরং নিজের ভুলের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে স্বেচ্ছায় বিদায় নিতেন।

২.

ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিএনপি নেতা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং অনেকেই আছেন বিচারাধীন। এদের দেখে বেগম জিয়ার কি একটুও খারাপ লাগে না! এইসব নেতাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তার দায়ভাগ কি তার উপর একটুও বর্তায় না! যেভাবে তারা শত শত কোটি টাকা লুটপাট করেছে বা জায়গা জমি দখল করেছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে এসব দেখে তার কি একটুও লজ্জাবোধ হয়না! তিনি কি মনে করেন এগুলো সবই ষড়যন্ত্র? তার লোকেরা সবাই নির্দোষ?

অনেকেই মনে করেন তিনি তার অবস্থান থেকে একচুলও নড়বেন না। বরং সংস্কারপন্থীদের সতর্ক করে দিচ্ছেন বার বার বিদেশী সমর্থকদের সঙ্গে টেলি কনফারেন্স করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বিএনপি আবারও ভাঙ্গনের মুখে পড়তে যাচ্ছে । এই ভাঙ্গনের দায় কি চেয়ারপার্সনের উপর বর্তাবে না? তত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রমকে সমর্থন করেছেন একথা কোথাও তার মুখে বিশেষ শোনা যায়নি। শেখ হাসিনা গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি যে সুন্দর বিবৃতিটি দিয়েছেন সেখানে সরকারের অস্তিত্বকে তিনি প্রথমবার মেনে নিয়েছেন। বাস্তবতার কারনেই তাকে

শেখ হাসিনার পক্ষাবলম্বন করতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে বেগম খালেদা জিয়া কি চান? তিনি কি চান দেশ আবার ১১ জানুয়ারীর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাক? পুরনো ধারায় দেশ পরিচালিত হোক?

সরকারের উচিত অপরাধীদের সম্পর্কে বিন্দু মাত্র অনুকম্পা প্রদর্শন না করা। অপরাধী যতবড় ব্যক্তিই হন না কেনো অবশ্যই দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার হতে হবে। তারা যদি বিচারের প্রক্রিয়ায় না আসেন তাহলে সাধারন মানুষ কোথায় ন্যায় বিচার পাবে? সরকারের উদ্দেশ্য নিয়েও সন্দেহ দেখা দেবে। অতএব সরকারের উচিত শক্ত অবস্থানে থাকা। জরুরী অবস্থা বলবৎ রেখেই সকল দুর্নীতিবাজদের বিচার সম্পন্ন করা। সরকারের টার্গেট শুধু রাজনীতিবিদরা যেনো না হয়; যারাই দুর্নীতির সাথে জড়িত প্রত্যেকের বিচার হতে হবে।

জনগন আর পুরোনো ধারার রাজনীতিতে ফিরে যেতে চায় না। যারা রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তাদের আর কেউ ক্ষমতায় দেখতে চায় না। এমনকি তাদের দল থেকে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়া উচিত বলে অনেকে মনে করেন। দলের লোকেরাই যেখানে তাদের একক ক্ষমতা খর্ব করতে চান সেখানে জোর করে থাকতে চাওয়া দুঃখজনক। আর যারা সংস্কারের বিপক্ষে সোচ্চার তাদের উদ্দেশ্য পরিস্কার নয়। এরা কি চান তাহলে?

৩.

পাশাপাশি সংস্কারবাদীদের ভীড়ে কিছু চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের দেখা যাচ্ছে। অপরাধীরা সংস্কারের ধুয়া তুলে পার পেয়ে যাবে তা হতে পারে না। মান্নান ভুইয়ার উচিত তার আশেপাশের লোকদের ভালোমতো চিনে নেয়া। আর সরকারের উচিত কে কোথায় কি বললো সে সবে কর্নপাত না করা। বাংলাদেশ কিভাবে চলবে সেটা বাংলাদেশের মানুষই ভালো জানে, সেজন্য কারো প্রেসক্রিপশনের কোন দরকার নেই। বাংলাদেশের জন্য অন্যের দরদ বেশী হতে পারে না। আর সরকারের উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ থাকতে হবে। নিরপরাধ কেউ যাতে সাজা না পায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তারা যে সমস্ত সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন তা অতি মহৎ। ইতিমধ্যে তারা অনেক কিছু করেছেন যা অভাবনীয়। তারা যদি এসব সম্পন্ন করে যেতে পারেন জাতি চিরদিন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। মনে রাখতে হবে ভালো কাজেরও বিরোধিতা হয়। আবার সবচেয়ে নিকৃষ্টের পক্ষেও কেউ না কেউ থাকে। সুতরাং কোন সমালোচনার ভয়ে ভালো কাজ থেকে পিছু হটা যাবে না।

শেখ হাসিনাও তত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি খালেদা জিয়ার চেয়েও সোচ্চার। অথচ তিনি সরকারের সমস্ত কর্মকান্ডকে বৈধতা দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। আজকে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সমর্থন না হলে পরিস্থিতি কি হতো ভাবতেও গা শিউরে উঠে। একটা ১/১১ না হলে দেশে রক্তগঙ্গা বয়ে যেতো। আর সে জন্য দায়ী হতো হাসিনা- খালেদা দুজনই। শেখ হাসিনা আজকে আমীর হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক বা সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের মতো সংস্কারবাদী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মতিয়া-সাজেদাদের মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছেন। সাজেদা চৌধুরীর বন প্রতিমন্ত্রী থাকার সময় ঘুষ গ্রহনের অভিযোগ উঠেছে। মহিলা হলেও আইনের উর্ধ্বে নয় কেউ।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মামলা হয়েছে চাঁদাবাজীর। তার দলের লোকেরাই মামলা করেছে। আবদুল জলিল বা শেখ সেলিমের মতো কাছের মানুষেরাই শেখ হাসিনার চাঁদাবাজীর কথা স্বীকার করেছেন বলে পত্রিকায় জেনেছি। এখন আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে তাকে প্রমান করতে হবে যে তিনি নির্দোষ। সবশেষে একটা কথা বলবো শেখ হাসিনাকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সেটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।

যাইহোক। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে বহুল আলোচিত সংস্কার আদৌ সফল হবে কিনা তা দেখার জন্য আমরা আগামীর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

জসিম মল্লিক: কানাডা প্রবাসী লেখক

Toronto
jasim.mallik@gmail.com